MAR. 04 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

এইভাবে চলিলে পরীক্ষার প্রয়োজন আছে কি

রেজানুর রহমান ॥ এসএসসি পরীক্ষার প্রথমদিনে কলারোয়ায় ও কুমিল্লায় প্রাণনাশের ঘটনা ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে কেন্দ্রের চারিপার্শ্বে ১৪৪ ধারা বলবৎ রাখার নিয়ম থাকা সত্ত্বেও কেন এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিল? নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রী এবং পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া বহিরাগত কাহারই পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের অধিকার নাই। কিন্তু অভিভাবকসহ বহিরাগতরা কিভাবে কেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশের সুযোগ পাইল! গতকাল এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নাই। তবে জানা গিয়াছে, কলারোয়ার ঘটনা তদন্তের জন্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিরাপত্তামূলক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

এসএসসি পরীক্ষার প্রথমদিনে সারাদেশে যে হারে নকল চলিয়াছে, তাহাতে সঙ্গত

(২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

এইভাবে চলিলে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কারণেই প্রশ্ন উঠিয়াছে নকল করিয়াই যদি পরীক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে কষ্ট করিয়া পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে কি? এসএসসি পরীক্ষার প্রথমদিনে দেশের সর্বত্রই কম-বেশী নকল হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীকে নকলের সুযোগ করিয়া দেওয়ার অপরাধে বিভিন্ন কেন্দ্রে ২০ জন শিক্ষক বহিষ্কৃত হইয়াছেন। কোথাও কোথাও স্বয়ং বাবা-মা নকল সাপ্লাইকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নকল সরবরাহকারীদের ভিড়ের কারণে দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে যানজটেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। কোথাও কোথাও অভিভাবক এবং জনপ্রতিনিধিদের অনেকেই এই ভিড়ে মিশিয়া গিয়াছিলেন।

একটি সূত্রের মতে, দেশের কোথাও নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে সামাজিক প্রতিরোধের পরিবেশ নাই। নকল করিয়া পরীক্ষা দেওয়াই যেন বাহাদুরী। এলাকার প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান নকল করিয়া পরীক্ষা দিলে কেউ কিছু বলে না। ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই নকল করিয়া পরীক্ষা দেন। ফলে নকল প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান প্রায়শই দায়িত্ব এড়াইয়া যান। নকল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বোর্ডসমূহের ভূমিকাও সন্তোষজনক নয়। পাঁচটি বোর্ডের সমন্বয়ে এইবার যৌথভাবে নকল প্রতিরোধের আহবান জানাইয়া দায়িত্ব পালনের 'তোড়জোড়' প্রদর্শন করা হয়। নকল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বোর্ড এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ধরি মাছ না ছুঁই পানির মত।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী

এসএসসি পরীক্ষার প্রথমদিনে কলারোয়ায় প্রাণহানির ঘটনা তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠনের দাবী করিয়া শিক্ষক সমিতির দুইটি গ্রুপ গতকাল (শুক্রবার) পৃথকভাবে বিবৃতি প্রদান করিয়াছে। শেখ আমানুল্লাহর নেতৃতাধীন শিক্ষক সমিতির বিবৃতিতে বলা হয়, একদল বখাটে উচ্ছৃংখল যুবক কর্তৃক ছাত্রীদের লাঞ্ছিত করা ও কলাপসিবল গেট বন্ধ করিয়া শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকদের পুলিশ কর্তৃক পাইকারী হারে পিটানোর ঘটনা মধ্যযুগের বর্বরতাকেও হার মানাইয়াছে। এই ঘটনায় কলারোয়ার টিএনও এবং ওসির দায়িত্ব পালনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। অবিলম্বে তাহাদের প্রত্যাহার করিতে হইবে। মোঃ আজিজুল ইসলামের নেতৃতাধীন শিক্ষক সমিতির বিবৃতিতে কলারোয়ার ঘটনায় গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলা হয়, শিক্ষার স্বার্থে অবিলম্বে এই ঘটনার বিচার করিতে হইবে।